আন্দোলনে সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু

ইমদাদ ইসলাম

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সলের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু এনডিএফ থেকে আওয়ামী লীগকে আলাদা করে জাতীয় ও প্রদেশিক আইনসভায় একটি পৃথক দল হিসেবে তার নিজস্ব ব্যানারে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দাঁড় করাতে আগ্রহী হলেন।ফলে আওয়ামী লীগের যেসব বর্ষীয়ান সদস্য বিশ্বাস করতেন যে আওয়ামী লীগের এনডিএফ এ থাকা উচিত তারা দল ত্যাগ করেন এবং বঙ্গবন্ধু কার্যত দলের প্রতিদ্বন্দ্বীহীন একক নেতা হয়ে যান।

তারও আগে ১৯৪২ সালে তিনি এনট্রান্স পাস করার পর কলকাতা ইসলামীয়া কলেজ বর্তমান মওলানা আজাদ কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন। ১৯৪৩ সালে বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং এর কাউন্সিল নির্বাচিত হন।এসময় তিনি মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন এবং তার সহকারী নিযুক্ত হন। এর দুই বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ইসলামীয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালে পারিবারিক সিদ্ধান্তে ১৮ বছর বয়সে নিকট আত্নীয় বেগম ফজিলাতুন্নেছাকে বিবাহ করেন। ১৯৩৯ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করায় প্রথম কারাবরণ করেন।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে তিনি তাৎক্ষণিক তার প্রতিবাদ করেন এবং ২ মার্চ তাঁর প্রস্তাবে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট আহবান করলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। একই বছর ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু (তখনও বঙ্গবন্ধু হননি)যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৫২ ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি কারাগারে ছিলেন এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন শুরু করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদ মিছিলে গুলি করা হয়। শহিদ হন সালাম,রফিক, বরকতসহ অনেকে। জেল থেকে এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে তিনি বিবৃতি দেন এবং অনশন অব্যহত রাখেন। টানা অনশনে বঙ্গবন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রশাসন স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁকে ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেন।

১৯৫৩ সালের ১৬ নভেম্বর প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ আসনের মধ্যে ২২৩ টিতে জয়লাভ করে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৩ আসনে জয়লাভ করে। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ আসনে মুসলিম লীগের প্রার্থী ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ১৪ মে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভায় বয়ঃ কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে যোগ দেন,তাঁর কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২৯ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেয়। ৩০ মে করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর বিমান বন্দরে তাঁর গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৬ সেপ্টেম্বর তিনি কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিয়ে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতিরোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালের ৩০ মে নিজ দলের স্বার্থে সময় দেওয়ার জন্য মন্ত্রীপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিলে ধর্ম নিরেপক্ষতা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এবং দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং সেনা প্রধান আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারি করে এবং ১১ অক্টোবর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফা গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৬ দফার পক্ষে ব্যাপক প্রচারনা শুরু করা হয়,অপর দিকে প্রশাসন থেকে ও এসব প্রচারনায় পরিকল্পিতভাবে বাধা দেওয়া হয়। এসময় বঙ্গবন্ধু তিন মাসে ৮ বার গ্রেফতার হন।

১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিছিন্ন করার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। মামলায় উল্লেখ করা হয় শেখ মুজিবসহ ঐ কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা করছে। ২৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু নিজেকে নির্দোষ দাবি করে আদালতে লিখিত বিবৃতি দেন।১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে অভিযুক্ত আসামিদের বিচার কার্য শুরু হয়।এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ এর ২২ ফেব্রুয়ারি তীব্র গণ-আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য শিরোনামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকলকে মুক্তি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ডাকসু এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে এক বিশাল সংবর্ধনা দেয়। ঐ সংবর্ধনায় ডাকসুর তৎকালীন ভিপি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ তৎকালীন রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন।এ বৈঠকে অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু ৬ দফার পক্ষে তাঁর দৃঢ় অবস্থান পুনঃব্যক্ত করেন, বৈঠক ব্যর্থ হয়।২৫ মার্চ আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে বিদায় নেন। ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করেন। একই বছরের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্য আয়োজিত জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন এখন থেকে এই দেশকে পূর্ব পাকিস্তানের বদলে বাংলাদেশ ডাকা হবে। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। বঙ্গবন্ধু এ সুযোগ কাজে লাগান,আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৬ দফার পক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেন। ১৫ আগস্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন যথাক্রমে ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর। ২৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু বেতার ও

টেলিভিশনে নির্বাচনি ভাষণ দেন। তিনি দেশবাসীর কাছে ৬ দফার পক্ষে ম্যান্ডট চান। ১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলায় ভয়াবহ ঝড় ও জলোচ্ছাসে ১০-১২ লাখ মানুষ মারা যায়। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনি প্রচার স্থগিত করে ত্রাণ কাজে ঝাপিয়ে পড়েন। এ সময় 'বাংলা শ্মসান কেন' শিরোনামে একটা পোস্টার জাতিকে নাড়া দেয়। ৭০ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭ টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে।পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮৮ আসন পায়। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ২৯৮ টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে।

১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন।পর্দার আড়ালে শুরু হয় কুচক্রী মহলের আনাগোনা। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তারা ক্ষমতা হস্তান্তরে তালবাহানা শুরু করে। হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় সারা বাংলা ক্ষোভে ফেটে পড়ে, বঙ্গবন্ধু এটাকে শাসকদের আরও একটা চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করে ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহবান করেন। ২ মার্চ ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়।সরকার ঢাকা শহরে কারফিউ জারি করে। ৩ মার্চ জনতা কারফিউ উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে, এসময় সামরিক জান্তার গুলিতে ৩ জন মারা যায় আহত হয় কম বেশি ৬০ জন।এ সময় পূর্ব পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে থাকে। ঘটনা দ্রুত পাল্টাতে থাকে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক যুগান্তকারী ভাষণে সবকিছু স্পষ্ট করে দেন।তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন ' এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম,এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' স্পষ্ট হয়ে যায় বাংলার ভবিষ্যত।২৩ মার্চ কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ প্রতিরোধ দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। সমস্ত সরকারি - বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত হয়।বঙ্গবন্ধু এ দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

অবিশ্বাস্য গতিতে সবকিছু পরিবর্তন হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু এসময় কার্যত শুধু আওয়ামী লীগের নেতা নয়,ভারতীয় উপমহাদেশের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবিভূত হন। পৃথিবীর ইতিহাসের এক নৃশংস কালো রাত্রি ২৫ মার্চ ১৯৭১। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে মানুষের ঢল নামে,এক অজানা আশঙ্কায় সারাদিন কাটে। সন্ধ্যায় খবর আসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেছেন।বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। রাত সাড়ে এগারো টায় শুরু হয় অপারেশন সার্চলাইট,ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ১২.৩০ মিনিটে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার ঠিক পূর্ব মূহুর্তে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীকে প্রেরণ করেন। চট্টগ্রাম বেতার থেকে আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ হান্নান, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র স্ব কণ্ঠে পাঠ করেন। পরে ২৭ মার্চ চট্টগ্রামে অবস্থিত ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঐ ঘোষণা পত্র পুনঃপাঠ করেন।

শুরু হলো নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধ। বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। এ দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ৪,৬৮২ দিন কারাভোগ করেছেন। এরমধ্যে ব্রিটিশ আমলে ৭ দিন আর পাকিস্তান আমলে ৪৬৭৫ দিন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বিজয়ের বেশে বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে।কাল বিলম্ব না করে দেশ গড়ার কাজে ঝাপিয়ে পড়লেন। ৭৫ এর ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে সপরিবারে শহিদ হন এ মহান নেতা। থেমে যায় ৫৫ বছর ৪ মাসের জীবন। থমকে যায় বাংলাদেশ। ঘাতকের ১৮ টি বুলেটে বিদ্ধ হয়ে এ মহান বীর বাংলাদেশকে তাঁর কাছে ঋণী করে যান।

#

২০.০২.২০২২ পিআইডি ফিচার